(৩য় পর্ব)

হজের প্রস্তুতি

হজে যাবার সময় সাথে কি ধরণের জিনিসপত্র নিতে হয় তা নিয়ে এখন লিখবো। অবশ্য এ নিয়ে অন-লাইনে, ইউটিউব ভিডিওতে প্রচুর তথ্য রয়েছে। একটু রিসার্চ করলেই বিস্তারিত জানা যায়।

QURAN - তাফসির সহ কুরআন এবং অন্যান্য ধর্মীয় বই ।

IHRAM & IHRAM BELT

জিদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণের আগে মিকাতের সীমানা পার হতে হয় বলে বিমানে কিংবা ট্রানসিট বিমানবন্দরে ইহরাম পরিধান করে নিতে হয়। তাই অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার আগে হ্যান্ড লাজেগে এক সেট ইহরামের কাপড় রাখতে হয়। আমি সিডনীর Auburn এলাকা থেকে ইহরামের কাপড় ও বেল্ট কিনেছিলাম। লক্ষ্য রাখতে হবে ইহরামের কাপড় যাতে খুব মোটা না হয় তাহলে গরমে খুব অস্বস্তিকর হতে পারে। দুই সেট ইহরামের কাপড় থাকলে ভালো। একটি কোনো কারণে ময়লা হয়ে গলে যাতে অন্যটি পরিধান করা যায়। তবে ২য় ইহরামের সেট মক্কা থেকে কেনা উচিত। মক্কায় হোটেলের আশে পাশের যে কোনো দোকানে ৩০ রিয়ালের মধ্যে ইহরামের সেট পাওয়া যায়। তাওয়াফ করার সময় ইহরাম বেল্টে মোবাইল ফোন, টাকা ও ব্যাংক কার্ড রাখার জন্য খুব কাজে দিয়েছিল।

TOILETERIES

সত্যি বলতে কি প্রচুর রিসার্চ করে সাথে বহু কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তার অনেক কিছুই ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। তবে compressed tissue, door hook, wet wipes এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধহীন সাবান কাজে লেগেছে।

গরম থেকে সুরক্ষার জন্য দরকার হাইড্রালাই (ট্যাবলেট/তরল), ছাতা, সানগ্লাস, ও যদি সম্ভব হয় Portable misting fan. হোটল থেকে বেরুলেই আমরা নিয়মিত হাইড্রলাইট মিশ্রিত পানি পান করতাম। হজের সময় যখন দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে হয়েছে তখন একটি ফেস টাওয়েল ঠান্ডা পানি দিয়ে ভিজিয়ে মুখ মুছে নিতাম যা স্বস্তি এনে দিতো। মিনা ক্যাম্পে ও হাঁটার সময় Portable misting fan খুব কাজে দেয়।

মক্কার হোটেলে যাবার পর পরই সৌদি মোয়াল্লেম একটি করে সাদা রংয়ের ছাতা দিয়েছিল কিন্তু তা খোলার আগেই দেখি ভেঙ্গে গেল । ছাতা এখান থেকে না নিয়ে মক্কার দোকান থেকে কেনা যায়, দাম মাত্র ১০ রিয়াল। আনেক সময় ছাতা হারিয়ে যায় কিংবা ভেঙ্গে যায়। তাই হজের পুরো সময়টাতে কয়েকটি ছাতার প্রয়োজন হতে পারে।

MEDICATION

আমরা যে সব ওষুধ নিয়মিত যেবন করি সেগুলো ছাড়া যেগুলো সাথে করে নেয়া উচিত: Paracetamol /Ibuprofen, Cold & Flue, Loperamide (diarrhoea), common anti-biotics, band aid, antiseptic cream, anti-rash cream ইত্যাদি। আসলে কোন ওষুধ কখন কাজে লাগবে তা বলা মুশকিল। যেহেতু অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক সময় ক্লিনিক কিংবা ডাক্তারের কাছে যাবার সময় থাকেনা তাই উপরের ওষুধগুলো হাতের কাছে থাকলে ভাল হয়।

হজের সময় মসজিদুল হারামে যাওয়া ও তাওয়াফ করার জন্য প্রতিদিনই প্রচুর হাঁটতে হয়। পায়ের ব্যথা দূর করার জন্য আমি নিয়মিত প্যারাসিটামল খেতাম। মক্কায় কোনো রকমের ঠান্ডা পানীয় স্পর্শ না করার পরও মিনায় যাবার পর থেকে আমার জ্বর, গলা ব্যথা ও কাশি শুরু হয়। যা এখনো সারেনি। আমি সাথে করে করে এন্টিবায়োটিক্স নেইনি। তবে একজন হজের সাথী থেকে এন্টিবায়োটিক্স ক্যাপসুল ধার নিয়ে খাওয়ার পর কিছুটা সুস্থ হই।

প্রচন্ড গরম ও ঘামে অনেকের র‍্যাশ হয়। বাজারের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মধ্যে 3B Action Cream টি সেরা। এটি Coles কিংবা যে কোনো ফার্মেসীতে পাওয়া যায়।

তাওয়াফ ও চলাফেরা করার সময় অনেককে পায়ে আঘাত পেতে দেখেছি। আমার নিজেরই বাথরুমের দরজার লেগে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে যায়। এজন্য ব্যান্ড এইড ও এন্টিসেপটিক ক্রিমের প্রয়োজন।

মক্কার মিসফালাতেই রয়েছে বাংলাদেশ হজ মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল ক্লিনিক। ক্লিনিকে রয়েছে ৮-১০ জন চৌকস ডাক্তার আর ফার্মেসী। ফার্মেসী থেকে বিনামূল্যে হাজীদের ওষুধ দেয়া হয়। ক্লিনিকের পুরো ব্যবস্থাপনা সত্যিই প্রশংসনীয়। মক্কায় যাবার দু'দিনের মাথায় অসুস্থবোধ করলে আমি বাংলাদেশ ক্লিনিকে যাই। রিসেপশানে গিয়ে বাংলাদেশী আইডি কার্ড দেখাতেই আমাকে একটি টিকিট দেয়া হল। রোগীর সংখ্যা বহু হলেও সবাইকে সুশৃংখলভাবে লাইনে দাঁড়াতে দেখলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশান নিয়ে ফার্মেসী থেকে ওষুধ পেয়ে গেলাম। এজন্য বাংলাদেশ হজ মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

THINGS FOR HAJJ DAY

মিনা/আরাফাত/মুজদালিফার জন্য একটি মাঝারি সাইজের স্কুল Backpackই যথেষ্ট (Min^{m} 40L)। মিনা ক্যাম্পে খুবই অল্প জিনিসপত্র নেয়া উচিত। অনেকে মিনায় বড় আকারের ট্রলি ব্যাগ নিয়ে যান । বেকপ্যাক থাকলে ওটা পিঠে ঝুলিয়ে সরাসরি জামারাতে কংকর মারতে যাওয়া যায়। কিন্তু বড় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে জামারাতে যাওয়া যায়না। তাই মিনায় বড় ট্রলি ব্যাগ নেয়াটা ঠিক নয়।

মসজিদুল হারামে দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যাওয়া ও তাওয়াফ করার সময় জায়নামাজ, ছাতা, পনির বোতল ও পায়ের স্যান্ডেল ইত্যাদি রাখার জন্য স্ট্রিং ব্যাগ অপরিহার্য্য(ছবি)।

জিদ্দা এয়ারপার্টে নামার পর সৌদি মোয়াল্লেম বাংলাদেশী পাসপোর্ট জমা নিয়ে নেয়। অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট হোটেলের সুটকেসে তালা মেরে রাখলেই চলে। হোটেল কক্ষ বেশ নিরাপদ মনে হয়েছে। এছাড়া মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার জন্য হোটেল রুমে সেফও রয়েছে।

Foldable Prayer Mat with Backrest – মসজিদুল হারামের ভেতর পছন্দমত জায়গা পেতে হলে নামাজের দু'এক ঘন্টা আগে যেতে হয়। অনেক সময় আছর নামাজ পড়তে গেলে ইশার নামাজ শেষ করে তবেই হোটেলে ফেরা হয়। কোমর ব্যথার কারণে দীর্ঘক্ষন মাটিতে বসে থাকা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। তাই এই ম্যাটটি আমার খুবই কাজে লেগেছে। এটা মক্কার যে কোনো দোকানে ২০/২৫ রিয়ালে কিনতে পাওয়া যায়। অনেকে অবশ্য ছোট ফোল্ডিং চেয়ারও নিয়ে যান। যারা কোমর কিংবা পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তাদের জন্য এই ধরনের ম্যাটটি খুবই উপকারী। অবশ্য মদিনায় মসজিদ-এ-নববীতে কর্তৃপক্ষ মসজিদের বিভিন্ন স্থানে বসার জন্য সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার ঝুলিয়ে রাখেন।

MONEY

অস্ট্রেলিয়া থেকে যাবার সময় বেশ কিছু ক্যাশ রিয়াল (৪,০০০) সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেনা কাটা, বাইরে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির জন্য ব্যাংক কার্ডের চেয়ে ক্যাশ ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে ২.৫% সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। আমি সাথে WISE International Debit Card নিয়ে গিয়েছিলাম। এটা দিয়ে বিশ্বের যে কোনো দেশে ATM বুথ থেকে স্থানীয় কারেন্সি তোলা যায় এবং কেনাকাটাতে ডেবিট কার্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ওয়াইজ কার্ডের কনভারসন রেট মানি এক্সচেঞ্জের চেয়ে ভালো (1A$=2.47 Riyal). ১০ ডলার দিয়ে অনলাইনে ওয়াইজ কার্ড অর্ডার করতে হয়। প্রয়োজনমত মূল ব্যাংক একাউন্ট থেকে ডলার পাঠিয়ে ওয়াইজ একাউন্ট টপ-আপ করলেই হয়।

MAT & AIR PILLOW

মুজদালিফায় রাত্রি যাপনের জন্য ম্যাট ও বালিশ মক্কার যে কোনো দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। একটা চাদর এবং AIR PILLOW নেয়া যেতে পারে। চাদরটা মিনা ক্যাম্পে গায়ে দেয়ার জন্যও কাজে লাগে।

SIM Card

মক্কার হোটেলে লাগেজ রেখে প্রথম কাজ হচ্ছে মোবাইল ফোনের জন্য একটি সিম কার্ড কেনা। জিদ্দা বিমান বন্দরে সিম কার্ড কেনার সময় থাকেনা। হোটেলের আশে পাশে রাস্তার উপর রয়েছে বিভিন্ন ফোন কোম্পানীর SIM Card Kiosk. তিনটি বহুল প্রচলিত সিম কার্ড হচ্ছে - STC (Saudi Telecom), Mobily and Zain. তবে নেটওয়ার্ক কাভারেজের বিবেচনায় STC ই সেরা। STC 'র সাওয়া ডাটা প্যাকেজটি বেশ জনপ্রিয়।

MISCELLENEOUS

Waist or shoulder bag? বিমান ও বাসে চলাচলের সময় টাকা, পাসপোর্ট ও অন্যান্য জরুরী জিনিসপত্র বহন করার জন্য Waist ব্যাগের চেয়ে shoulder ব্যাগ আমার কাছে অনেক বেশী কার্যকর মনে হয়েছে।

Digital scale - লাগেজ ওজন করার জন্য ডিজিটাল স্কেল কাজে লাগে।

Footware – আমি দুই ধরনের (Thong & Non Slip Outdoor) স্যান্ডেল নিয়ে গিয়েছিলাম।

Portable Power Bank – হজের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ফোনে চার্জ দিতে পাওয়ার ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। 10000 MAh capacity পাওয়ার ব্যাংক হলেই চলে। মিনা ক্যাম্পের তাবুতে চার্জ দেয়ার জন্য সীমিত সংখ্যক পাওয়ার পয়েন্ট রয়েছে। অনেকেই মাল্টিপল পাওয়ার বোর্ড নিয়ে যায় এবং ওখান থেকে ফোনে চার্জ দেয়া যায়। তবে সাথে একটা কনভার্টার প্লাগ নিয়ে যাওয়া উচিত যা হোটেল রুমেও কাজে লাগে।

Dry Foods – অস্ট্রেলিয়া থেকে খাবার খুব একটা নেয়ার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে স্থানীয় সুপার মার্কেট Bin Dawood থেকে কেনা যায়। কিছু muesli bar নেয়া যেতে পারে।

উপরে বর্নিত অধিকাংশ জিনিসপত্র অনলাইনে কেনা যায়। Amazon কিংবা e-Bayতে দাম একটু চড়া তাই আমি Temu থেকেই কিনেছিলাম। কোনো সমস্যা হয়নি।

GIFTS & ZAMZAM WATER

দেশে ফেরার পথে সবাই পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য উপহার কিনে থাকেন। কেনাকাটা মক্কাতেই করা উচিত। যদিও অনেকে বলেন মদিনায় জিনিসপত্র সস্তা। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম তা সঠিক নয়। মক্কায় কাপড়-চোপড়, বোরকার যে variety তা মদিনায় খুঁজে পাওয়া যায়না। মক্কায় বেচাকেনা অনেক বেশী হয় বলে জিনিসপত্রের দামও মদিনার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। তবে খেজুর মদিনা থেকেই কেনা উচিত।

জিদ্দা বিমান বন্দরে প্রত্যেক হাজি ১২ রিয়ালের বিনিময়ে ৫ লিটারের একটি জমজম পানির বোতল কিনতে পারেন। জমজমের বোতল লাগেজের সাথে বিনামূল্যে আনা যায়। খেজুর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশানে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। ওরা হজের ব্যাপারে জানে। তাই ডিক্লেয়ার করলে তেমন একটা দেখতেও চায়না। খোলা খেজুরও আনা যায় তবে সেটা প্লাস্টিক ব্যাগে সিল করে আনলে ভালো।

চলবে ..(শেষ পর্ব দেখুন)